গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

স্মারক নং- ৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০৩.২০১৭- ৪২

তারিখঃ ১১ মাঘ ১৪২৪
২৪ জানুয়ারি ২০১৮

বিষয়ঃ সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি, নির্দেশনা ও অনুশাসন বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ১৪ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি, নির্দেশনা ও অনুশাসন বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামি ০১-০২-২০১৮ তারিখের মধ্যে হার্ডকপি সরাসরি ও সফট কপি (Nikosh/NikoshBan font ১৩ সাইজে) ই-মেইল (admin3@ssd.gov.bd) এবং পেনড্রাইভে প্রশাসন-৩ অধিশাখায় প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি :সভার কার্যবিবরণী।

২৪.০১.১৮

(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৫৯
admin3@ssd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব ....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৩। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব ....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৫। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। উপসচিব/উপপ্রধান......................(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৮। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান ....(সকল),সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৯। সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা শাখা ,সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
১০। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার অনুরোধসহ।
১১। সহকারী সচিব......................(সকল),সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

অনুলিপিঃ

সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

বিষয়ঃ সুরক্ষা সেবা বিভাগ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির ডিসেম্বর' ২০১৭ মাসের সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময় : ১৪ জানুয়ারি ২০১৭, সকাল ১০.৩০ টায়
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা : পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। চলমান প্রকল্পসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে তিনি উপস্থিত সকলকে অনুরোধ করেন। অত:পর অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) অধিদপ্তরওয়ারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়ক্রমে বিস্তারিতভাবে সভায় উপস্থাপন করেন।

২। ১০ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :

আলোচ্যসূচি			সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
গত সভার (নভেম্বর ২০১৭) কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ			নভেম্বর ২০১৭ মাসের সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিতে তা নিশ্চিত করা হয়।	
ক্রন:	অধিদপ্তরের নাম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা		
১	কারা অধিদপ্তর (প্রতিশ্রুতি-৬টি)	প্রতিশ্রুতি-০১: বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে মজুরী প্রদানের ব্যবস্থা করা।	• উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যবস্থাপনা করার জন্য কারা অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত কর্ম পদ্ধতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • কারা শিল্পে নিয়োজিত বন্দিদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী থেকে অর্জিত লভ্যাংশের ৫০% কারা বন্দিদের দেয়ার প্রস্তাব পুনঃ বিবেচনার বিষয়টি নিয়ে জনাব সুরাইয়া আক্তার, ভারপ্রাপ্ত সহকারী কারা মহা পরিদর্শক(আইন), কারা অধিদপ্তর ও জনাব শিরীন রুবী, উপসচিব (কারা) কর্তৃক অর্থ বিভাগের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা। • বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে মজুরী প্রদানের বিষয়টি নিয়ে অর্থ বিভাগের সাথে সামগ্রিক যোগাযোগ/অগ্রগতির বিষয়ে এ বিভাগের সচিব এর নিকট সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন জনাব শিরীন রুবী, উপসচিব(কারা) কর্তৃক উপস্থাপন করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ অতিরিক্ত কারা মহাপরিচালক (উন্নয়ন) এবং উপসচিব (কারা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করবেন।
		প্রতিশ্রুতি -০২: কারা কর্মচারিদের ছেলে মেয়েদের জন্য স্কুল বাস প্রদান করা হবে, প্রয়োজনে নতুন স্কুল নির্মাণ।	• পরিকল্পনা কমিশনের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি যথাযথভাবে পুনর্গঠন করা হয়েছে কিনা সেটা পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে মন্ত্রণালয়ে দ্রুত প্রেরণ করা; • বার বার পত্রালাপ না করে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে নির্ভুলভাবে ডিপিপি প্রণয়ন করা, যাতে পরিকল্পনা কমিশন থেকে ডিপিপি ফেরত না আসে; • ১৫-১০-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি রিভিউ সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, "ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ"	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ

			শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি'র (৩য় সংশোধিত) বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ এবং এতদসংক্রান্ত বিধি-বিধানের আলোকে কারা মহাপরিদর্শক সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে নিয়ে সভা করে মন্ত্রণালয়ে অবিলম্বে প্রতিবেদন প্রেরণ করা।	
		প্রতিশ্রুতি-৩ : সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি	• কারা মহাপরিদর্শক কর্তৃক জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব এবং কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কর্ম-কৌশল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা; • কারা অধিদপ্তরের সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক কর্মপরিকল্পনা দাখিল করা; • কারা অধিদপ্তর, ঢাকা এর জন্য ১৩৫ সংখ্যক অতিরিক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সৃজন সংক্রান্ত প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • কারাগারের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী ক্যাটাগরি করে জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব ঠিক করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ
		প্রতিশ্রুতি-৪ : কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	• প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রণীত ডিপিপির ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে সংশোধিত ডিপিপি দ্রুত প্রেরণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ
		প্রতিশ্রুতি-৫ : কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন	• হাসপাতাল স্থাপনের জন্য প্রণীত ডিপিপির ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে আগামী সভার পূর্বেই সংশোধিত আকারে ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক প্রেরণের ব্যবস্থা করা। • ডিপিপি'র ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার লক্ষ্যে সচিব এর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে শীঘ্রই একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা, সচিবের একান্ত সচিব কর্তৃক শীঘ্রই সভার সময় ও তারিখ নির্ধারণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ
		প্রতিশ্রুতি-৬ : কারারক্ষীদের বিশেষ করে মহিলা কারারক্ষীদের থাকার ভাল ব্যবস্থা করতে হবে।	• প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন তরান্বিত করা; • যে সকল কারাগারের কাজ এখনো শুরু হয়নি তা দ্রুততার সাথে আরম্ভ করা; • সকল কারাগারে মহিলা কারারক্ষীদের একই রকম আবাসিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা; • কাজের গতি বৃদ্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাগুলো দ্রুত বাস্তাবায়ন করা।	কারা মহাপরির্দশক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ
২	কারা অধিদপ্তর (নির্দেশনা-০৩টি)	নির্দেশনা-১: বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদন্ডপ্রদত্ত আদেশগুলো দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা সেলগঠন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা।	• আইন মন্ত্রণালয়ের সাথে পেন্ডিং মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিয়মিত ফলোআপ করা; • মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত বন্দিদের বিভিন্ন আদালতে চলমান ডেথরেফারেন্স এবং আপীল মামলাসমূহের দ্রুত নিস্পত্তি ও করণীয় বিষয় নির্ধারণের জন্য গঠিত মনিটরিং কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক সার্বিক বিষয়ে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা; • কারাগারসমূহে মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত বন্দিদের বিভিন্ন আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলা দ্রুত নিস্পত্তির জন্য সামগ্রিক বিষয় উল্লেখপূর্বক আইন মন্ত্রণালয়ে একটি আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা, জনাব	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ/উপসচিব (কারা)/উপসচিব(প্রশাসন-১)

			শিরীন রুবী, উপসচিব(কারা) কর্তৃক পত্রের খসড়া দ্রুত উপস্থাপন করা। • সাক্ষ্য আইন ও সিআরপিসির কতিপয় ধারা শোধন/পরিমার্জন/পরিবর্তনকরণে জনাব শিরীন রুবী, উপসচিব (কারা) ও জনাব মোহাম্মদ আজিম, উপসচিব (প্রশাসন-১) সমন্বিতভাবে কাজ করা।	
		নির্দেশনা-২ : কেরানীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।	• বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘর এবং জাতীয় চার নেতার স্মৃতি যাদুঘরসহ গৃহীত পরিকল্পনা ডিসেম্বর'২০১৮ এর মধ্যে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার কর্মপরিকল্পনা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রণয়ন করা ; • সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে অবিলম্বে ডিপিপি প্রণয়ন করা; • যত শীঘ্র সম্ভব ডিপিপি চূড়ান্ত করা, দ্রুত ডিপিপি প্রেরণ করা, এ বিষয়ে উপ প্রধান, পরিকল্পনা কর্তৃক অতি জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • ডিসেম্বর, ২০১৮ এর মধ্যে কাজ শেষ করা, • এআইজি(উন্নয়ন)কে এ বিষয়ে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ
		নির্দের্শনা-৩ : কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গী সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা ।	• কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গী সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সে টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ সূচি অন্তর্ভুক্ত করত: নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা; • প্রতি মাসে কয়টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে প্রশিক্ষনার্থীসহ তার পরিসংখ্যান ছক আকারে সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা; • জঙ্গী সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ে পৃথক কোর্স নেয়া যায় কি'না তা কারা মহাপরিদর্শক কর্তৃক নির্ধারণ করা; • কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গী সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা; • কতজনকে টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে তার পরিসংখ্যান সভায় উপস্থাপন করা, • সামগ্রিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিষয়ে একটি প্রেজেন্টেশন এর আয়োজন করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ
৩	কারা অধিদপ্তর (অনুশাসন-০১টি)	অনুশাসন-১ : কারাবন্দিদের সাথে সপ্তাহে ০১ দিন পরিবারের সাথে মোবাইলে কথা বলা।	• সর্বশেষ আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়ন করা; • "কারাগারে টেলিফোন স্থাপন" এর সাথে সম্পৃক্ত কল ম্যানেজমেন্ট এবং এ সংক্রান্ত সফটওয়্যার নির্মাণ ও কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন দ্রুত সম্পন্ন করা, • সফটওয়ার ডেভেলমেন্টের জন্য সংশোধিত বাজেটে "কারাগারে টেলিফোন বুথ স্থাপন" সংক্রান্তে অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব রাখা; • আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে এ বিষয়ে পত্র প্রেরণ করা; • কারাগারে টেলিফোন বুথ স্থাপনের কার্যক্রম দ্রুত সমাপ্ত করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ
৪	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	প্রতিশ্রুতি-১: মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ও গাংনী	• পরবর্তী সভায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সম্পর্কিত প্রত্যেকটি প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতির সর্বশেষ আপডেট সভায় উপস্থাপন করা,	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স

	অধিদপ্তর (প্রতিশ্রুতি-০৮টি)	উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন।	• ফায়ার স্টেশনের Need Assess করে ফায়ার ফাইটিং এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা; • মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপনের সকল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা; • বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সর্বশেষ চিত্র তুলে ধরে একটি Presentation প্রস্তুত করে তা উপস্থাপন করা; • Technical Assistance(TA) প্রকল্প গ্রহণ করা, প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক উপস্থাপন করা, অত:পর বৈদেশিক অর্থ সংকুলানের বিষয়ে ইআরডির সাথে যোগাযোগ করা; • আরপিএটিসি কিংবা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে প্রশিক্ষণ মডিউল্ প্রণয়ন করা; • শাহ্ মো: ইমদাদুল হক, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ও সৈয়দ বেলাল হোসেন, যুগ্মসচিব (প্রশাসন) কর্তৃক ই আর ডি এর সাথে যোগাযোগ রেখে বৈদেশিক অর্থায়ন সংস্থানে সহযোগিতা করা।	অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ
		প্রতিশ্রুতি-২: সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, তাড়াশ ও কামারখন্দ উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র।	চৌহালী উপজেলার প্রস্তাবিত ভূমির অধিগ্রহণ শেষে দ্রুত দখল বুঝে নেয়ার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ
		প্রতিশ্রুতি-৩: ত্রিশাল, গৌরিপুর ও নান্দাইল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।	গৌরিপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশনের জন্য কারাগারের প্রস্তাবিত ভূমি বুঝে নেয়ার জন্য ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ
		প্রতিশ্রুতি-৪: নারায়ণগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনসমূহ আধুনিকীকরণ করা।		বাস্তবায়িত
		প্রতিশ্রুতি-৫: সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ।	• নির্মাণাধীন ফায়ার স্টেশনসমূহের পূর্তকাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করা; • সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশনের প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর মাধ্যমে শুনানী ইত্যাদি ত্বরান্বিতকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা; • জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রেখে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ
		প্রতিশ্রুতি-৬ : বরগুনা জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই	• বেতাগী উপজেলার ফায়ার স্টেশনে পূর্তকাজ স্বল্পতম সময়ে সম্পন্ন করার বিষয়ে মনিটরিং জোরদার করা ;	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট

		সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।	• অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে জমির দখল বুঝে নেয়ার জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা; • দ্রুততম সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা।	অনুবিভাগ
		প্রতিশ্রুতি-৭ : চাঁদপুর জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।	• ডিপিপি সংশোধন পূর্বক জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত শুরু করা; • জমি অধিগ্রহণ/বন্দোবস্ত গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ
		প্রতিশ্রুতি-৮: কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট, রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন প্রসঙ্গে।	• রৌমারী উপজেলার ফায়ার স্টেশন চালুর সকল কার্যক্রম দ্রুত শেষ করা; • কুড়িগ্রাম জেলার রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে পূর্ত কাজের জন্য পুনঃ দরপত্র গ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা; • ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট উপজেলার প্রস্তাবিত ভূমির দখল বুঝে নেয়ার জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ
৫	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (অনুশাসন-০১টি)	নির্দেশনা-১ : নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	• মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী অবশিষ্ট সরঞ্জাম সংগ্রহের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা; • প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য Technical Assistance(TA) প্রকল্প গ্রহণ করা; • এতদবিষয়ে উপপ্রধান(পরিকল্পনা)-কে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করা; • মর্ডানাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন দ্রুত সম্পন্ন করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ/উপপ্রধান (পরিকল্পনা কোষ)
৬	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (নির্দেশনা-০৪টি)	**নির্দেশনা-১ : সোনাপাচার/মাদক/অস্ত্র/ শিশু ও মানবপাচার এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা।**	• মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা বিষয়ে গত ৩(তিন) মাসের পরিচালিত অভিযানের সাথে বিবেচ্য মাসের অভিযানের তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক অতিরিক্ত সচিব (মাদক) কর্তৃক সভায় উপস্থাপন করা; • প্রতিমাসে ০২ (দুই) বার অর্থাৎ উক্ত মাসের ০১ তারিখ ও ১৬ তারিখের পাক্ষিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা; • তদন্তকারী কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে দেশে-বিদেশে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা ; • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য Technical Assistance(TA) প্রকল্প গ্রহণ করা, প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক উপস্থাপন করা। অত:পর বৈদেশিক অর্থ সংকুলানের বিষয়ে ইআরডি এর সাথে যোগাযোগ করা; • শাহ্ মো: ইমদাদুল হক, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ও সৈয়দ বেলাল হোসেন, যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ইআরডি এর	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ/শাহ্ মো: ইমদাদ হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সৈয়দ বেলাল হোসেন, যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

			সাথে যোগাযোগ রেখে বৈদেশিক অর্থায়ন সংস্থানে সহযোগিতা করা; • মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের Need Assess করা; • জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি (নেকটার), বগুড়া/আরপিএটিসি কিংবা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে একটি পূর্ণাঙ্গ কারিকুলাম/মডিউল প্রস্তুত করে প্রশিক্ষণের জন্য অতি দ্রুত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে MoU স্বাক্ষর করা; • অতি দ্রুত, সম্ভব হলে আগামী মাস থেকে জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি (নেকটার), বগুড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা; • ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মসজিদের ইমামদের প্রশিক্ষণকালে মাদকের অপব্যবহার রোধকল্পে মাদকের অপব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ সিডিউল নির্ধারণের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ করা; • মাদক বিরোধী স্কুল কমিটি কিভাবে কাজ করছে এবং কিভাবে কমিটিগুলোকে কার্যকর করা যায় তার উদ্যোগ গ্রহণ করে সংখ্যাভিত্তিক তথ্য উপস্থাপন করা; • পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ১(এক) মাস পূর্বেই পরিদর্শন কর্মসূচি প্রেরণ করে স্কুলসমূহে মাদক বিরোধী কর্মসূচির আয়োজন করা, এসকল কর্মসূচির ছবি তারিখসহ ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা; • উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচিসমূহ ওয়েবসাইটে আপলোড করা; • প্রয়োজনীয় ইকুইপম্যান্ট সংগ্রহের জন্য বিষয়ে দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ন করা; • প্রশিক্ষণ একাডেমি ও নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা; • দায়েরকৃত মামলাসমূহ যথাযথভাবে তদারকী করা; • মামলার তারিখে সাক্ষী হাজির করা হচ্ছে কিনা-তা নজরদারী করা; • জব্দকৃত মালামাল সঠিকভাবে রাখা হচ্ছে কিনা, তা মনিটর করা; • সরকারের বিপক্ষে রায় হওয়া মামলাসমূহের মধ্যে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে অন্ততঃ ১/২টি মামলার হেরে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা; • স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবির সমন্বয়ে উল্লেখযোগ্য মাদকপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা; • মাদকের ভয়াবহ ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য জেলাভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক বড় সমাবেশের আয়োজন করা।	

		নির্দেশনা-২ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের দাবীকৃত রেশন ও ভাতার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে।	• সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এর সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ
		নির্দেশনা-৩: এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদক দ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনা।	• এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ বেশি বেশি পরিদর্শন করা। • বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্র পরিচালনা নীতিমালা সংশোধন করা ; • প্রতিমাসে কয়টি এনজিও পরিচালিত নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে তা ছকে উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদন দেয়া; • বেসরকারী উদ্যোক্তাদের নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উৎসাহ দেয়া; • পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার প্রদত্ত সুপারিশসমূহ সচিবের একান্ত সচিব বরাবর প্রেরণ করা; • পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম অবহিত করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ
		নির্দেশনা-৪ : ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মায়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষ্যের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।	• মায়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ডিসি-ডিএম সভা অনুষ্ঠানের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ
৭	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (অনুশাসন-১টি)	অনুশাসন-১ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।	• আগামী ২১-০১-১৮ তারিখের মধ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর খসড়া চূড়ান্ত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ

৩। পরিশেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী)
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।